সাত দিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে পরীমণিকে আইনি নোটিশ



চিত্র নায়িকা পরীমনি। ছবি: সংগৃহীত

সাংবাদিকদের সঙ্গে অসদাচরণ, হুমকি এবং জাতীয় সংগীত অবমাননার অভিযোগে চিত্রনায়িকা পরীমণিকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে সাত দিনের মধ্যে আদালত প্রাঙ্গণে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য লিখিতভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। একই নোটিশের অনুলিপি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছেও।

রোববার (৮ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হাসান শাহরিয়ার এ নোটিশ পাঠান।

নোটিশে বলা হয়েছে, সাত দিনের মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র, ভিডিও কিংবা অন্য কোনো মাধ্যমে অশ্লীল কথাবার্তা, হুমকি, কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি এবং নগ্ন বা অশালীন নাচ-গান থেকে বিরত থাকতে হবে পরীমণিকে। এসব কর্মকাণ্ডের কোনো শৈল্পিক বা শিক্ষামূলক মূল্য নেই বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে পরীমণিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে শিল্পী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে আহ্বান জানানো হয়েছে। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নোটিশের বিবরণ অনুযায়ী, গত ৫ নভেম্বর ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদের করা একটি মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান শামসুন্নাহার স্মৃতি ওরফে পরীমণি। সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে গাড়ি থেকে নেমে এজলাসের দিকে যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে গেলে তার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাদের ধাক্কাধাক্কি হয়।

এ সময় পরীমণি সমকালের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রবিউল হোসাইনের মুঠোফোন কেড়ে নেন বলে নোটিশে অভিযোগ করা হয়েছে। তার নিরাপত্তারক্ষীরা রবিউলের ভিডিও ট্রাইপডও ভেঙে ফেলেন বলে এতে উল্লেখ করা হয়।

এ ঘটনায় জাগো নিউজের প্রতিবেদক আশিকুজ্জামান ও মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার আবদুল্লাহ আল কাউছার, আগামীর সময়ের প্রতিবেদক সিয়াম হোসেন এবং টাইমস টুডের শাহ রিয়াজ আহত হন বলে নোটিশে বলা হয়েছে। এ ছাড়া সুজন চন্দ্র মণি দাস নামে এক বিচারপ্রার্থীর মাথা ফেটে যাওয়ার খবরও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

নোটিশে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, আদালত থেকে বের হওয়ার সময় পরীমণি সাংবাদিক রবিউল হোসাইনের দিকে তেড়ে যান। তার ডান হাত জন্মগতভাবে বিকলাঙ্গ উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, এ সময় পরীমণি তাকে গালিগালাজ করেন এবং 'তোকে পিষে মেরে ফেলব' বলে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এ ঘটনার ভিডিও সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

আদালত প্রাঙ্গণে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও প্রশাসনের দায়িত্ব উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে সেখানে পেশিশক্তি প্রদর্শন বা আদালতের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের অধিকার কারও নেই। একজন সাংবাদিকের সঙ্গে এ ধরনের আচরণকে পেশাগত মর্যাদার ওপর আঘাত এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য হুমকি হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া গত ৬ নভেম্বর পরীমণির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতকে মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করে একটি অশ্লীল পোস্ট দেওয়া হয়েছে বলেও নোটিশে অভিযোগ করা হয়েছে। এসব ঘটনা নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা হচ্ছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়।